



66063 - রমজান মাসে কুরআন মুখস্থ করা উত্তম; নাকি কুরআন তলোওয়াত করা?

প্রশ্ন

রমজান মাসে কুরআন মুখস্থ করা উত্তম; নাকি কুরআন তলোওয়াত করা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমজান মাসে কুরআন তলোওয়াত করা সবচেয়ে উত্তম ও ভাল আমল। রমজান হচ্ছে- কুরআনের মাস। আল্লাহ তাআলা বলেন: “রমযান মাসই হল সেরা মাস, যাতে নাযলি করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হৃদয়তে এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশে আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বোধকারী।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

রমজান মাসে জব্রাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে পরস্পর কুরআন পাঠ করতেন।[সহিহ বুখারি (৫) ও সহিহ মুসলিম (৪২৬৮)]

ইমাম বুখারি (৪৬১৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, “জব্রাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রতিবছর একবার কুরআন পঠিত করতেন। যে বছর তিনি মারা যান সে বছর দুইবার কুরআন পঠিত করতেন।”

এ হাদিস থেকে গ্রহণ করা যায় যে, রমজান মাসে অধিক হারে কুরআন তলোওয়াত করা ও কুরআন অধ্যয়ন করা মুস্তাহাব।

আরও জানতে দেখুন (50781) নং প্রশ্নোত্তর।

এ হাদিস থেকে আরও গ্রহণ করা যায় যে, কুরআন খতম করা মুস্তাহাব। যহেতে জব্রাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে গোটো কুরআন পঠিত করতেন।

দেখুন ফাতাওয়াস শাইখ বনি বায (১১/৩৩১)

কুরআন মুখস্থ করা ও মুখস্থকৃত অংশ পুনঃ পুনঃ আওড়ানো পাঠ করার পর্যায়ভুক্ত; বরং পাঠ করার চেয়ে বেশি কারণ মুখস্থ করতে গেলে বা পুনঃ পুনঃ আওড়াতে গেলে তাকে একটা আয়াত একাধিকবার পড়তে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি হরফ পড়ার জন্য সেরা ব্যক্তি দশ নকি করতে পারবে।



এ কারণে মুখস্থ করা ও পুনঃ পুনঃ আওড়ানো উত্তম।

হাদিসি থেকে নমিনোক্ত বিষয়ে দলিলি পাওয়া যায়:

১. কুরআন মুখস্থ করার।

২. পারস্পারিকি কুরআন পাঠ করার।

৩. কুরআন তলোওয়াত করার।

পূর্ববরে হাদিসি থেকে এ বিষয়গুলো পাওয়া যায়।

তাই গোটো মাসে অন্তত একবার হলোও কুরআন খতম করা উচতি। এরপর তার জন্য যটো উপযুক্ত সে সটো করতে পারে। হয়তো বেশি বেশি তলোওয়াতে মনোনবিশে করে কুরআন খতম করবে অথবা পুনঃ পুনঃ পাঠ করবে অথবা নতুন অংশ মুখস্থ করবে। তার মনরে জন্য যটো অধিক উপযুক্ত সটো সে করবে। হতে পারে তার মনরে জন্য মুখস্থ করা উপযুক্ত হবে অথবা তলোওয়াত করা অথবা পুনঃ পুনঃ পাঠ করা। উদ্দেশ্য হচ্ছো- কুরআন তলোওয়াত করা, অনুধাবন করা, এর দ্বারা প্রভাবতি হওয়া এবং কুরআন অনুযায়ী আমল করা।

একজন মুমনিরে উচতি তার মনরে অবস্থা বুঝে যটো তার জন্য উপযুক্ত সটো গ্রহণ করা।

আল্লাহই ভাল জাননে।